দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN. 3 1 2000 ..
পৃষ্ঠা ~ কলাম 9 ......

56

একুশের বইমেলাকে রাজনৈতিক কর্মসূচীর আওতামুক্ত রাখার আহ্বান

মহান একুশে বইমেলাকে রাজনৈতিক কর্মসূচীর আওতামুক্ত রাখার আবেদন জানাইয়া বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ গতকাল (রবিবার) একটি বিবৃতি দিয়াছে। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, প্রতি বছরের মত এইবারও জাতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্য সাধনার প্রাণময়তা নিয়া ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলা শুরু হইতেছে। নবীন-প্রবীণ লেখক-

(২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

একুশের বইমেলা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লেখিকাদের সহিত পাঠক-পাঠিকা ও গ্রন্থজগতের সকলের মিলনে সৃজনশীলতার উৎসব হইয়া উঠিবে এই বইমেলা। ইউনেসকো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারীতে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করিয়াছে চলতি বছরের বইমেলা। বিবৃতিতে বইমেলা এবং একুশে উদযাপনে ব্যাপক জনসাধারণ ও সুধী সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য মেলাকে রাজনৈতিক কর্মসূচীর আওতামুক্ত রাখার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান হইয়াছে। বিবৃতিদানকারী সদস্যবৃন্দ হইলেন ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর আলী আসগর, প্রফেসর ইনামুল হক, প্রফেসর আবু জাফর মাহমুদ, ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহান, প্রফেসর আবুল আহস্যান চৌধুরী, মোঃ আনিসুর রহমান, এম, এ কাশেম, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবেদ খান, লুৎফর রহমান রিটন, আহমদ রফিক, প্রফেসর এম, আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর আলাউদ্দীন আল আজাদ, রামেন্দু মজুমদার, প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেন ও রিজিয়া রহমান।

এদিকে একুশে বইমেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ গতকাল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সহিত বৈঠক করে। বৈঠকে ছাত্রলীগ (বা-অ), ছাত্রদল, জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রীসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। একটি সূত্র জানায়, বৈঠকে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছাড়া প্রায় সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে প্রেসিডেন্টকে প্রধান অতিথি করার আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছে, অন্যথায় মেলার উদ্বোধনী দিনে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হইবে।